দৈনিক খবর 67

তারিখ ... 28 MAR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... 7 ... কলাম ... 6 ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রাধ্যক্ষ খালেদের ইস্তফা ।। পরিস্থিতি নিয়ে যৌথসভা আজ

।। স্টাফ রিপোর্টার ।।

ছাত্রনেতা শহীদুল ইসলাম চুনুর হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক এ বি এম খালেদ গতকাল মঙ্গলবার পদত্যাগ করেছেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান পরিস্থিতি আলোচনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কাল বৃহস্পতিবার ডাকসু, শিক্ষা পরিবেশ পরিষদ ও হল সংসদ নেতৃবৃন্দের যৌথ সভা আহবান করেছেন।

৫-এর পাতায় দেখুন

প্রাধ্যক্ষ খালেদের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

জানা গেছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরাজমান পরিস্থিতি ও গত ২৫শে ফেব্রুয়ারী জহুরুল হক হল ছাত্র সংসদের ভিপি শহীদুল ইসলাম চুনুর হত্যাকাণ্ডের প্রেক্ষিতে অধ্যাপক এ বি এম খালেদ জহুরুল হক হলের প্রাধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করেন। গতকাল সকালে তিনি উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিয়ার কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পেশ করেছেন।

হলের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়ে পেশকৃত পদত্যাগপত্রে তিনি বলেছেন, ২৫শে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ডের পরে হল প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব অব্যাহত রাখার নৈতিক অধিকার আমার নেই। তাই হত্যাকাণ্ডের পরেই আমি প্রাধ্যক্ষের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেয়ার সিদ্ধান্ত নেই। আমার পদত্যাগের ইচ্ছা হাসপাতালে চিকিৎসারত উপাচার্যকে জানালে সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে প্রাধ্যক্ষের পদ থেকে পদত্যাগ করা থেকে বিরত থাকার জন্য উপাচার্য আমাকে অনুরোধ করেন। বিচারপতি আবদুল জলিলকে প্রধান করে গঠিত এক সদস্যবিশিষ্ট বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গত ২২শে মার্চ পর্যবেক্ষণ কার্যসম্পন্ন করেন। বিচারপতি আবদুল জলিলের পরামর্শমত গতকাল ২৭শে মার্চ আমি গত ২৫শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা সম্পর্কে একটি তথ্য বিবরণী কমিশন কার্যালয়ে পাঠিয়েছি। এই তথ্য বিবরণী পাঠনোর মাধ্যমে আমি হল প্রাধ্যক্ষ হিসেবে এ ব্যাপারে আমার দায়িত্ব সম্পন্ন করেছি।

তিন পৃষ্ঠার লিখিত পদত্যাগপত্রে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় ও হল প্রশাসনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার পরেও ২৫শে ফেব্রুয়ারী জহুরুল হক হলের প্রবেশপথে যে দুঃখজনক হত্যাকাণ্ড ঘটেছে, তার প্রেক্ষিতে এ কথা মনে করা স্বাভাবিক যে, বিশ্ববিদ্যালয় তথা হলের ছাত্রদের জান-মালের পূর্ণ নিরাপত্তা বিধান করা বর্তমানে অসম্ভব হয়ে পড়েছে। গত চার বছরে এই হলে ছোট-বড় সমস্যা দেখা দিলেও ২৫শে ফেব্রুয়ারীর হত্যাকাণ্ড সম্পূর্ণ অভাবিত- যা আমাকে বিশেষভাবে মর্মাহত করেছে। আমি দুঃখের সাথে উল্লেখ করতে চাই, ছাত্রদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বিভিন্ন মহলের যে পূর্ণ, নিঃশর্ত ও বাস্তব সাহায্য প্রয়োজন তা অনেক সময়ই পাওয়া যায় না। ফলে হল কর্তৃপক্ষকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থার শিকার হতে হয়।

পেশকৃত এ পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে কি-না তা জানা যায়নি।

যৌথ সভা আহ্বান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানান হয়, কাল বৃহস্পতিবার সকাল দশটায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে উপাচার্য অধ্যাপক এম মনিরুজ্জামান মিয়ার সভাপতিত্বে ডাকসু'র ভিপি ও জিএসসহ সকল কর্মকর্তা ও সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরিবেশ পরিষদের সকল সদস্য এবং সকল হলের ভিপি ও জিএস'দের এক যৌথ সভা অনুষ্ঠিত হবে।

উল্লেখ্য, বিশ্ববিদ্যালয় খোলাসহ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনার জন্য কাল বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের এক সভা ডাকা হয়েছে।

হল ভিপি'র দাবী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হলের ভিপি মঞ্জুরুল হক লাবলু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এক বিবৃতিতে বলেন, অমীমাংসিত বিষয়গুলো সম্পর্কে অভিভাবকসহ সমগ্র জাতির সামনে স্পষ্ট বক্তব্য তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়েই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা আবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও ছাত্রদের নিরাপত্তার জন্য শুধু উপাচার্য এককভাবে নয়-- গোটা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন দায়ী। তাই উপাচার্যের পদত্যাগের পাশাপাশি গোটা প্রশাসনের পদত্যাগ করা উচিত।